তারিখ 05 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা

হুমায়েরা আলী

উপরোক্ত শিরোনামে ১০ই চৈত্র বৃহস্পতিবারের সংবাদ সম্পাদকীয়র প্রতি পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একই বিষয়ে সংবাদ-এর ৩রা মার্চ তারিখে করবী মজুমদার লিখিত একখানা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। উপরে উল্লিখিত পত্রে এবং সম্পাদকীয়তে অত্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের শিক্ষার নেতৃত্ব কতটা অনভিজ্ঞ, অযোগ্য এবং অদক্ষহস্তে অর্পিত। বাংলাদেশ সরকারের কান্ড-কারখানা দেখে ইংরেজ মনীষী এ এন "হোয়াইটহেডে"-এর (A. N. Whitehead)-এর একটি বক্তব্য মনে পড়ছেঃ "When one considers in its length and breadth this problem of the education of the young- the fraudeous inertia" with which it is treated, it is difficult restrain within oneself the savage rage. The nation that does not value trained intelligence is destined to he doomed". সরকার কেন তাড়াহুড়ো করে কৃষি শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন- তা বোঝা শক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুটো শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে- কুদরত-ই-খুদা কমিশন এবং মতিন কমিশন। কোন শিক্ষা কমিশনই কৃষি বিষয়কে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে শিক্ষাদানের সুপারিশ করেননি। বাংলা-দেশের বহুল প্রচারিত গণতান্ত্রিক সরকার জনগণ তো দূরের কথা ঢাকার শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কোন পরামর্শ করেননি। বিগত ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারি এবং ২২শে মার্চ যে স্বল্পমেয়াদী সম্মেলন এনসিটিবিতে (NCTB) ডাকা হয় এবং প্রবন্ধ পাঠ করা হয় তাতে কোন শিক্ষক বা শিক্ষাবিদ সরকারের। এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেননি। সম্মেলনের হাওয়া প্রতিকূল দেখে সরকারের শক্তিশালী আমলা ও আইনজ্ঞ মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সরকারকে সহায়তা দানের জন্য সচিব মহোদয়ের দু'পাশে যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের না ছিল পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতা, না ছিল কোন অভিজ্ঞতা, না ছিল শিক্ষাক্রমের উন্নয়নের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা। শিক্ষা সচিব তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে যখন বলেন যে, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৯৭৭ সালের শিক্ষাক্রম চালু আছে- তখন একজন শ্রোতা তার ভুল সংশোধন করে বলেন যে, বর্তমানে ১৯৮৩ সালে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষাক্রম চালু আছে। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা সচিব জানান যে, তাকে এ ভুল তথ্য সরবরাহ করেছে এনসিটিবি'র তথাকথিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ। এই সামান্য ঘটনা থেকে বোঝা যায় শিক্ষা বিভাগে স্বজনপ্রীতির কি মহিমা বিরাজ করছে। এনসিটিবি'র শীর্ষ পদগুলোতে যাদেরকে বসান হয়েছে তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে কোনদিন শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বা পাঠ্য পুস্তক রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি? শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য ন্যূনতম যে প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ সকল বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ, তাই বা ক'জনের আছে?

আমি এখন বিনীতভাবে শিক্ষা মন্ত্রণা-লয়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশে এদেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। আশা করছি তারা এ ইতিহাস থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। বৃটিশ আমলে মাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষাক্রম চালু ছিল তাতে ভাষা, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস ও ভূগোল) বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল, এতদ্ব্যতীত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে উচ্চতর গণিতসহ আরও কিছু বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। পাকিস্তান আমলেও বেশ কিছুকাল এই শিক্ষাক্রম চালু ছিল। পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে দেশে বহুমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয় এবং অষ্টম শ্রেণীর পর কয়েকটি নৈর্বাচনিক বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এসব নৈর্বাচনিক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষি, ব্যবহারিক শিল্পকলা, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং মানবিক বিষয়সমূহ। উদ্দেশ্য ছিল কৃষি, ব্যবহারিক শিল্পকলা ইত্যাদি বৃত্তিমূলক বিষয়গুলো শিখে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী স্বনির্ভর হয়ে নিজ নিজ পেশায় প্রবেশ করবে। প্রধানত দুটো কারণে এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। স্কুলগুলোতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের শিক্ষক সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি, ফলে শিক্ষার মান এত নিম্নমানের ছিল যে, তা শিখে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব ছিল না, দ্বিতীয়ত, ঐসব পেশায় চাকরির ব্যবস্থা ছিল না।

এবার কৃষি শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। স্কুলে কৃষি শিক্ষক সরবরাহ করা তো দূরের কথা, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে (বর্তমান নায়েমে) বার বার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেও কৃষি বিষয়ক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রভাষক পাওয়া যায়নি। সরকার বাধ্য হয়ে প্রভাষকের পদবীকে উন্নীত করে সহকারী অধ্যাপকের পদে উন্নীত করেন এবং কৃষি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন। এই কেন্দ্রে বছরে মাত্র ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হত। অনেক সময় প্রশিক্ষণের জন্য ৩০ জন শিক্ষককেও পাওয়া যেত না। কারণ প্রশিক্ষণশেষে শিক্ষকগণ কোন বাড়তি সুবিধা পেতেন না। পরবর্তীকালে ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক এই কোর্সটিকে বিএড-এর সমমানে উন্নীত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে বিএড ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকগণকে কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন।

১৯৭৫ সালে বর্তমান জাতীয় অধ্যাপক শামসুল হক সাহেবের নেতৃত্বে যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়, তাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংকীর্ণ পেশাভিত্তিক না করে সুসামঞ্জস্য ব্যাপক ভিত্তিক (balanced and broad based) করতে হবে। যেন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করে শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছা এবং আগ্রহ অনুসারে যেকোন পেশায় যোগদান করতে পারে। সে উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বিজ্ঞান বিষয়ের জীববিজ্ঞান শাখায় সযত্নে কৃষির তাত্ত্বিক ও ব্যব-হারিক দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন ফসলের চাষসহ পশুপালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিছু সংখ্যক স্কুলে এই শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। কিছু সংখ্যক স্কুলে বললাম এই কারণে যে, ১৯৮৩ সালে যখন বিজ্ঞানকে বাধ্যতা-মূলক বিষয় হিসেবে প্রবর্তনের কথা সরকার ঘোষণা করেন, তখন প্রায় অর্ধেক মাধ্যমিক স্কুল অভিযোগ করে যে, তাদের স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক, পরীক্ষাগার এবং যন্ত্রপাতি নেই। দেশের এই অবস্থার কথা বিবেচনা করে সরকার একটি অন্তর্বর্তী-কালীন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করেন এবং শিক্ষার্থীদের নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক বিজ্ঞান শেখার ব্যবস্থা রাখেন। ভবিষ্যতে সকল স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯২ সালে শেষ হয়েছে।

উপরোক্ত ইতিহাস এবং বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, জাতির সন্তানদের শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসুন। অসুখ হলে যেমন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়, মামলায় জড়িয়ে পড়লে যেমন আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে, শিক্ষা সমস্যার সমাধানও তেমনি শিক্ষাবিদদের নিকট গ্রহণ করতে হয়। "There is no royal road to education. Education is the mastery of details minute by minute, hour by hour, day by day." কেবল অর্থ ও ক্ষমতার শক্তি দিয়ে শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে না।